(৪২)

তারিখ AUG 14 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

যায়যায়দিন

শর্ত বাস্তবায়ন করবে না সরকার

কমিউনিটি শিক্ষকরা আজ হাত পেছনে বেঁধে অনশন করবেন

যাযাদি রিপোর্ট

বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের শতভাগ বেতন দেয়ার সঙ্গে সরকারি কোষাগারে টিউশন ফি জমা দেয়ার শর্ত বাস্তবায়নে সরকার কোনো উদ্যোগ নেবে না। শিক্ষকদের প্রবল বিরোধিতা ও জাতীয়করণের দাবি নিয়ে নতুন করে আন্দোলনের হুমকির মুখে সরকার এ কৌশল নিয়েছে। শতভাগ বেতন দেয়ার শর্তযুক্ত ঘোষণার প্রতিবাদে শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট গতকাল রবিবার শিক্ষামন্ত্রী এম ওসমান ফারুকের কুশপুত্তলিকা পুড়িয়েছে। ওদিকে অনশনরত কমিউনিটি পৃঃ ১৫ ক ৩

টিউশন ফি জমার শর্ত বাস্তবায়ন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রাথমিক শিক্ষকরা গতকাল চোখে কালো কাপড় বেঁধে কর্মসূচি পালনের পর আজ হাত পেছনে বেঁধে অনশন করার ঘোষণা দিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক গতকাল যায়যায়দিনকে বলেন, টিউশন ফি সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া নিয়ে এখনই শিক্ষকদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। তিনি বলেন, এ বিষয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করেই তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবো। আর বিষয়টিও পুরোপুরি নির্ভর করছে বাস্তবায়নের ওপর। তা করতে গেলেই দেখা যাবে কি সমস্যা আসে বা না আসে। তিনি বলেন, আগের সরকার শিক্ষকদের শতকরা ৯০ ভাগ বেতন দিতো। বাকি ১০ ভাগ টিউশন ফি থেকে নিয়েই শতভাগ পূরণ করা হতো। এ জন্যই প্রসঙ্গটি উঠেছিল। তিনি এ নিয়ে চিন্তিত না হয়ে শিক্ষকদের ক্লাসে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান।

কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষকরা তাদের জাতীয়করণের একদফা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শহীদ মিনারের মূল বেদিতে তাদের আমরণ অনশন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। গতকাল থেকে তারা চোখে কালো কাপড় বেঁধে এ কর্মসূচি পালন শুরু করেন। শিক্ষক নেতারা জানিয়েছেন, আজ তারা হাত পেছনে বেঁধে এ কর্মসূচি পালন করবেন। গত নয় দিন ধরে শহীদ মিনারের খোলা বেদিতে রাত-দিন কাটিয়ে শিক্ষকদের প্রায় সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অনশনরত বেশ কয়েকজন শিক্ষক হাতে স্যালাইন লাগিয়ে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, বেসরকারি স্কুল-কলেজের টিউশন ফি সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার ঘোষণা বাস্তবায়ন করার মতো প্রয়োজনীয় সময় ও প্রস্তুতি কোনোটিই সরকারের হাতে নেই। দেশের প্রায় ৩০ হাজার স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে গ্রাম-শহর ভেদে একেক রকম টিউশন ফি নেয়া হয়। এর সিংহভাগ ওইসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা খাতে খরচ হয়। এ অবস্থায় জাতীয়করণের আগে এসব প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি সরকারি কোষাগারে জমা নিতে হলে একটি নীতিমালা প্রয়োজন। তা তৈরি করা একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এছাড়া টিউশন ফি সরকারের কোষাগারে জমা দেবার শর্ত দেয়ার পরপরই শিক্ষকরা তাদের চাকরি জাতীয়করণের দাবি সামনে নিয়ে আসায় মন্ত্রণালয় চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কারণ এ মুহূর্তে জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে তা মোকাবেলা করা সরকারের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। এ বিবেচনায় শতভাগ বেতন দেয়ার সঙ্গে টিউশন ফি জমা দেয়ার শর্ত দিলেও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবে না।

শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট গতকাল দেশের [illegible] জেলায় শিক্ষামন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে[illegible] ফ্রন্টের নেতারা অভিযোগ করে[illegible] শতভাগ বেতন দেয়ার শর্তযুক্ত ঘোষণা দি[illegible] শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের বঞ্চিত করেছেন এ[illegible] তার নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে[illegible] ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী কাজী ফা[illegible] আহমেদ গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, শর্ত প্রত্যাহারের দাবিতে আজ থেকে আগ[illegible] ২০ আগস্ট পর্যন্ত সব উপজেলার প্র[illegible] সড়কের পাশে ব্যানার উত্তোলন কর্ম[illegible] পালন করা হবে।

ওদিকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-কর্মচ[illegible] ইউনিয়ন গতকাল এক সভা থেকে অবিল[illegible] চাকরিবিধি বাস্তবায়নসহ শর্তহীন শতভ[illegible] বেতন দেয়ার দাবি জানিয়েছে।

ইউনিয়নের সভাপতি একেএম আনি[illegible] হকের সভাপতিত্বে মোহাম্মদপুর কেন্দ্[illegible] কলেজে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রা[illegible] হারুন-আল-রশীদ, এমদাদুল ইসলা[illegible] মিজানুর রহমান, ছালামতুল্লাহ, অহিদুজ্জা[illegible] প্রমুখ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-কর্মচারী ফেডারে[illegible] (আরজু-খলিল) নেতারা এক বিবৃতি[illegible] শর্তহীন শতভাগ বেতন-ভাতার দাবি[illegible] চলমান আন্দোলন জোরদার করার ঘো[illegible] দিয়েছেন।